আত্মীয়ওতার সম্পর্ক ছিন্ন না করতে কোরআনের নির্দেশ

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে," আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করতে কোরাআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। "'রা', 'হা', 'মীম',দ্বারা গঠিত ৩৩৯টি শব্দ ৯টি ফরমে পবিত্র কোরানুল করীমে ব্যবহৃত হয়েছে।"পরম দয়ালু", "অসীম দয়ালু","পরম করুনাময়" "দয়া", সহানুভূতি" "মমতা", "স্নেহ", "রক্তের বন্ধন","আত্মীয়তার বন্ধন", "গর্ভাশয়","জরায়ু" ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আরহাম অর্থ "আত্মীয়তার বন্ধন", "রক্তের বন্ধন","গর্ভাশয়", "জরায়ু" ইত্যাদি।

পবিত্র কোরানুল করীমে ইরশাদ হচ্ছেঃ

তিনিই সেই সত্তা , যিনি তোমাদের সুরত গঠন করেন রেহেমে(মাতৃগর্ভে) যেভাবে তিনি চান।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ৬

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾

তিনিই স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী জরায়ুর মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন, সেই পরাক্রান্ত মহা প্রজ্ঞাময় ব্যাতীত কোনই সত্য মা'বুদ নেই।

২। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, যার দোহাই দিয়ে তোমরা তোমাদের অধিকার দাবী কর আর সতর্ক হও রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে।

সুরা ৪ আন-নিসা, আয়াতঃ ১

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ
خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَ
اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيْبًا ۝١

হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একই ব্যাক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তদীয় সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সে আল্লাহকে ভয় কর যার নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরকে তাগাদা কর, এবং আত্মীয়তাকেও ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহই তোমাদের তত্তাবধানকারী।

৩।আর আত্মীয়রা আল্লাহর বিধানে একজন অন্যজন অপেক্ষা বেশী হকদার।

সুরা ৮ আনফাল, আয়াতঃ ৭৫

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ
مِنْكُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝٧٥

আর যারা পরে ইমান এনেছে,ও হিজরত করেছে, এবং তোমাদের সাথে একত্র হয়ে জিহাদ করেছে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভূক্ত, আল্লাহর বিধানে আত্মীয়গণ পরস্পর একে অন্যের অপেক্ষা বেশী হকদার, নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে ভালরূপে অবহিত।

৪। আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী তার গর্ভে যা বহন করে।

সুরা ১৩ রাদ ,আয়াতঃ ৮

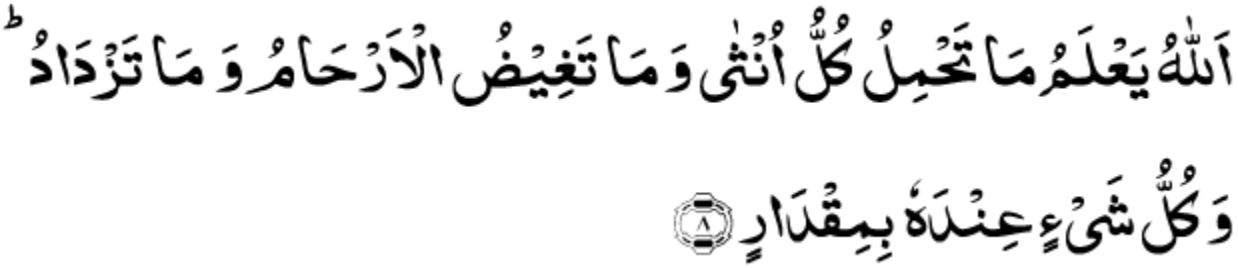

প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমান আছে।

৫।আমরা যা ইচ্ছা করি তা মায়ের গর্ভে একটা নির্দিষ্ট সময়ে স্থিত করি।

সুরা ২২ হাজ্জ, আয়াতঃ ৫

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ
تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّ غَيْرِ
مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ؕ وَ نُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ
مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ وَ مِنْكُمْ مَّنْ
يُّتَوَفّٰى وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ
عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ وَ تَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ
اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ اَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيْجٍ ۝٥

হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে তোমরা যদি সন্দিহান হও তবে (অনুধাবন কর) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা হতে , তারপর শুক্র হতে, তারপর রক্তপিন্ড হতে,তারপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি মাংসপিন্ড হতে; তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্যে আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর শিশুরুপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও ; তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় এবুং তোমাদের মধ্যে কাউকেও প্রত্যাবৃত্ত করা হয় অকর্মন্য বয়সে যার ফলে, তারা যা কিছু জানতো সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখো শুষ্ক, অতঃপর তাতে পানি বর্ষন করলে তা শস্য-শ্যমল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার উদ্ভিদ।

৬। তিনিই জানেন মতৃগর্ভে কী (ধরনের সন্তান) আছে।

সুরা ৩১ লুকমান , আয়াতঃ ৩৪

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى
ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى
نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

কিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছে আছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষন করেন এবং তিনি জানেন জরায়ুতে কি আছে ।কেউ জানেনা আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন জায়গায় তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সব বিষয়ে অবহিত।

৭।আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মু'মিন ও মুহাজিরদের চেয়ে আত্মীয়রা পরস্পরের নিকটতর।

সুরা ৩৩ আহ্যাব , আয়াতঃ ৬

ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ ۗ وَ
أُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ
ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا ۖ
كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَٰبِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

নবী মু'মিনদের কাছে তাদের নিজেদের থেকেও বেশী ঘনিষ্ঠ এবং তাদের স্ত্রীগন তাদের মায়ের মতো। আল্লাহর বিধান অনুসারে মু'মিন ও মুহাজিরদের চেয়ে আত্মীয়রা পরস্পরের নিকটতর।

তবে তোমরা যদি বন্ধু-বান্ধবের প্রতি আনুকুল্য দেখাতে চাও তা করতে পার। এটা কিতাবে লেখা আছে।

“মুখডাকা পিতা”, “পালক পুত্র” “মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের মাধ্যমে”সম্পদে অংশ দেয়া-নেয়া ইত্যাদিকে পবিত্র কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে। বিশেষ করে তৎকালীন আরবের রীতি অনুযায়ী রসুল(সঃ) পালক পুত্র ‘যায়েদের স্ত্রীকে(যায়েদ তালাক দেয়ার পরে) রসুল(সঃ) এঁর সাথে আল্লাহ বিয়ে দিয়ে এ রসম চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। হিজরতের প্রথমে নিস্বঃ মুহাজিরদের(যারা মক্কা থেকে কপর্দকহীন অবস্থায় মদীনায় হিজরত করেছিলেন) মদীনার আনসারগণ সাহায্য সহযোগিতা ও নিজেদের সম্পদের অংশ দান করেছিলেন। পরবর্তীতে মদীনায় অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এসেছিল এবং আল্লাহ তা’য়লা কুরআনে নির্দেশ দিলেন

“মু’মিন ও মুহাজিরদের চেয়ে আত্মীয়রা (সম্পদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে) পরস্পরের নিকটতর।

৮। তবে কি তোমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে?

সুরা ৪৭ মুহম্মদ, আয়াতঃ ২২

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْا

اَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তোমাদের দ্বারা এমন সম্ভব যে তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

৯।কেয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়স্বজন ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোন কাজে আসবে না।

সুরা ৬০ মুমতাহিনাহ, আয়াতঃ ৩

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ
بَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٣

তোমাদের আত্মীয়স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতেরদিন তোমাদের কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন; তোমরা যা কর তিনি সে সম্পর্কে মহা দ্রষ্টা।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা ,আসুন আমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখি এটা আল্লাহর নির্দেশ । আত্মীয়রা ইসলাম বিরোধী কোন কাজের নির্দেশ/ আহ্বান করলে সেটা মানা যাবে না, সেটা করা যাবেনা। তবে তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আল্লাহ আমদের ভূল ত্রুটি ক্ষমা করু ন। আমরা তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে এসেছি।

হে আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের, আত্মীদের, পাড়াপ্রতিবেশীদের, সমাজের সকল শ্রেনীর মুসলমানদের কল্যাণ দান করুন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

''